FEB 8 2001

১৪ ফেব্রুয়ারির সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে খুলনা ভার্সিটি খোলার সম্ভাবনা নেই

স্টাফ রিপোর্টার, *খুলনা অফিস*

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন সম্ভাবনা নেই। যদিও আজ বা কাল অনুষ্ঠিতব্য একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। হরতালের কারণে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটছে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতিতে এবারকার সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। গত ২১ জানুয়ারি একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের নেতৃত্বে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত নাগরিক প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁরা সমাবর্তন সফল করার পূর্ণ সহযোগিতাদানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাবর্তনের আগে বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে না বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, হরতালের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটছে। তবুও বৈঠকটি আজ অথবা কাল অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনা হলেও নেতিবাচক সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ প্রসঙ্গে উপাচার্য প্রফেসর ড. এসএম নজরুল ইসলাম জনকণ্ঠকে বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে খোলার বিষয়টি সিদ্ধান্ত হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও শিক্ষকরা ক্লাস নিতে পারবেন না; কারণ তাঁদের সমাবর্তন আয়োজনের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এটি দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এর আগে '৯৭ সালে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারে মোট ৪টি শিক্ষাবর্ষে (১৯৯৫-৯৬, '৯৬-৯৭, '৯৭-৯৮ এবং '৯৮-৯৯) উত্তীর্ণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সনদপত্র তুলে দেবেন। এই সময়কালে প্রায় ৫ শ' ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী অর্জন করে। এদের অনেকে বাইরে থাকায় প্রায় ৪ শ' ছাত্রছাত্রী তাদের সনদ গ্রহণের জন্য উপস্থিত থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।